প্রশ্ন ১০ গুপ্তযুগের সামাজিক অবস্থার বিবরণ দাও।

উত্তর। ভূমিকা : গুপ্তযুগ ভারতের ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জ্বল যুগ। গুপ্তবংশের অভ্যুত্থানের ফলে উত্তর-ভারতের এক বিশাল অংশে রাজনৈতিক ঐক্য ও উন্নত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর ফলে জনসাধারণের জীবনে শান্তি ও সমৃদ্ধি এসেছিল।

সামাজিক অবস্থা : ফা-হিয়েনের বিবরণ এবং অন্যান্য তথ্য থেকে সমকালীন গুপ্ত সমাজের একটি সুন্দর চিত্র পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এর বিভিন্ন দিকগুলি হলো—

১। **সামন্ত শ্রেণি :** সেই সময় সমাজে একটি সামন্তশ্রেণির উদ্ভব হয়েছিল; গুপ্ত অনুশাসনে এই সামন্তদের ক্রমবর্ধমান শক্তির বহু উল্লেখ পাওয়া যায়; রাজশক্তি দুর্বল হলেই তারা শক্তিশালী হয়ে উঠতো।

২। **জাতিভেদ-প্রথা :** সমাজে বর্ণভেদ, শ্রেণিভেদ পূর্বের চাইতে অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আর্থিক অবস্থা ও পদমর্যাদার ভিত্তিতে সমাজ শ্রেণিবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম এই যুগে শক্তিশালী হয়ে উঠবার ফলে সামাজিক বিধিনিষেধ আগের চাইতে কঠোর হয় এবং জাতিভেদ-প্রথা আরও দৃঢ় হয়। তবে তখনো পর্যন্ত এক বর্ণের লোক অন্য বর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করতে পারতো।

৩। **বিধিনিষেধগুলির কঠোরতা :** এই যুগে শক প্রভৃতি বিদেশি জাতিসমূহ হিন্দুধর্মে স্থান গ্রহণ করতে থাকে। এর প্রতিক্রিয়া রূপে সমাজের বিধিনিষেধগুলি স্পষ্ট করে লিপিবদ্ধ হয়। এই যুগে লিখিত স্মৃতিশাস্ত্রগুলির মধ্যেও সমাজের রক্ষণশীল রূপ প্রকাশ পায়।

৪। **নারীর স্থান :** এই যুগে মেয়েদের অধিকার ও মর্যাদা আগের চাইতে খর্ব হয়ে যেতে আরম্ভ করে। অবশ্য তখনো শিক্ষালাভ ও বিভিন্ন কার্যে পুরুষের সহযোগিতা করার রীতি প্রচলিত ছিল। পুরুষেরা বহুবিবাহ করতে পারতো, কিন্তু উচ্চবর্ণের নারীদের পক্ষে তা নিষিদ্ধ ছিল।

৫। **অস্পৃশ্যতা :** অস্পৃশ্যতা এই সময় থেকে দেখা দিয়েছিল; চন্ডালরা সমাজে অস্পৃশ্য বলে বিবেচিত হতো এবং তাদেরকে নগরের বাইরে বাস করতে হতো। চন্ডাল ব্যতীত সাধারণত লোকে প্রাণীহত্যা বা মাংসাহার করতো না।

৬। **শিক্ষা-দীক্ষা :** সে সময়ের ভারতীয়রা বেশির ভাগই ছিল ধর্মভীরু ও সত্যবাদী। জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে তারা অকুণ্ঠচিত্তে দান করতো। জ্ঞান-চর্চা ছিল খুবই প্রশংসনীয়। বিভিন্ন মঠে ও কেন্দ্রে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল।

উপসংহার : উপরোক্ত সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ ভূমিকা ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে ভারতীয় সমাজ জীবনের অপর একটি পরিবর্তন হলো সমাজে বণিক শ্রেণির প্রাধান্য। সমকালীন সাহিত্যে বণিক শ্রেণির সমৃদ্ধির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বণিক শ্রেণির সম্পদ ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেলেও তারা রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারে আগ্রহী ছিল না। শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে ভারতে এই সময় বিভিন্ন নগরের উন্মেষ ঘটে এবং সমাজব্যবস্থায় নগরের উত্তরোত্তর প্রভাব বৃদ্ধি দেখা দেয়।

Scanned with CamScanner